গঠনতন্ত্র

বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন
BCS General Education Association

ধারা-১: সংগঠনের নাম

এই সংগঠন 'বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন' এবং ইংরেজিতে 'BCS General Education Association' নামে অভিহিত হবে।

ধারা-২: সংগঠনের অধিক্ষেত্র

সমগ্র বাংলাদেশ এই সংগঠনের অধিক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। দেশের সকল সরকারি কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ; যেখানে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ কর্মরত আছেন, সেখানে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ধারা-৩: কেন্দ্রীয় কার্যালয়

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অবস্থান হবে শিক্ষাবিদ ইস্টিটিউশন, মেহেরবা প্লাজা, ৩৩ তোপখানা রোড, ঢাকাতে।

ধারা-৪: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন নিম্নবর্ণিত আদর্শ ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিচালিত হবে–

ক.১ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদের পেশাগত মর্যাদা ও মানের উন্নয়ন সাধন।

ক.২ শিক্ষা ক্যাডার পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও দপ্তরসমূহের মর্যাদা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

ক.৩ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চয়তা বিধান।

ক.৪ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ, চাকুরির নিরাপত্তা বিধান এবং চাকুরির শর্তাবলির উন্নয়ন সাধন।

ক.৫ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন।

ক.৬ দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

ক.৭ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভার আয়োজন।

ক.৮ সাময়িকী, সংবাদ বুলেটিন, বার্ষিকী ও শিক্ষাবিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ।

ক.৯ সদস্যদের জন্যে উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে দেশে-বিদেশে স্কলারশিপ, বা অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

ক.১০ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের পেশাগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও প্রকাশনায় উদ্বুদ্ধকরণ।

ক.১১ শিক্ষাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সংগঠনের সদস্যদের মধ্য হতে শুভেচ্ছা প্রতিনিধি প্রেরণ।

ক.১২ শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষা ক্যাডারের কল্যাণের লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো।

ক.১৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উন্নত ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

ক.১৪ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও নকল বন্ধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও জন-সচেতনতা সৃষ্টি।

ক.১৫ দুর্ঘটনার শিকার বা অসুস্থ সদস্য ও তাঁদের পরিবারকে সাহায্য করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো এবং এ লক্ষ্যে কল্যাণ তহবিল গঠন।

ক.১৬ সংগঠনের সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

ক.১৭ সরকারের উন্নয়ন কর্মকণ্ডে অংশগ্রহণ ও সমর্থন যোগানো।

ক.১৮ কৃত্য-পেশাভিত্তিক মন্ত্রণালয় প্রবর্তনের দাবি জোরদার করা।

ক.১৯ উন্নত মানের লাইব্রেরি, সেমিনার ও কনফারেন্স রুম, অডিটোরিয়াম, ডরমিটরি সংবলিত শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্স স্থাপন ও পরিচালনা।

ক.২০ তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন জোরদার করা।

ক.২১ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহে দক্ষ প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

ধারা-৫: সাধারণ সদস্য পদ

ক. বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

খ. সাধারণ সদস্যপদের জন্য আবেদনকারীকে সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।

গ. দস্যগণকে সংগঠনের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

ঘ. বার্ষিক চাঁদার ৫০% কেন্দ্র, ১০% জেলা কমিটি, ২০% ইউনিট কমিটি এবং ২০% শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউট প্রাপ্য হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির অংশ এবং শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউটের অংশ ইউনিট থেকে পৃথক ব্যাংকহিসাবে জমা দিতে হবে।

ঙ. কোনো সদস্য পরপর দুই বছর চাঁদা পরিশোধ না করলে তাঁর সদস্যপদ স্থগিত থাকবে। তবে সমুদয় বকেয়া চাঁদা পরিশোধসাপেক্ষে সদস্যপদ নবায়ন করা যাবে।

চ. কোনো সদস্য ইচ্ছা করলে নির্ধারিত বার্ষিক সদস্য চাঁদার ২০ (বিশ) গুণ টাকা এককালীন প্রদান করে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।

ধারা-৬: সাংগঠনিক কাঠামো

বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হবে-

ক। ইউনিট কমিটি

ক.১) কোনো কলেজ/ প্রতিষ্ঠান/অফিসে শিক্ষা ক্যাডারের ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য থাকলে সেখানে সংগঠনের ইউনিট গঠন করা যাবে। ইউনিট কমিটির পদ বিন্যাস নিম্নরূপ হবে-

পদের নাম	সংখ্যা
সভাপতি	০১ জন
সহ-সভাপতি	০১ জন
সম্পাদক	০১ জন
যুগ্ম-সম্পাদক	০১ জন
অর্থ সম্পাদক	০১ জন
নির্বাহী সদস্য	০১ জন

কোনো ইউনিটে সাধারণ সদস্যসংখ্যা ৫০ বা তার বেশি হলে নির্বাহী সদস্যসংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। অতিরিক্ত প্রতি ২০ বিশজন বা অংশ বিশেষের জন্য একজন করে সদস্য বাড়ানো যাবে। কোনো ইউনিটে সদস্যসংখ্যা পাঁচ জনের কম হলে সেখানে কোনো কমিটি গঠিত হবে না। তবে তাঁরা জেলা সদরে অবস্থিত যে-কোনো ইউনিটের সদস্য হতে পারবেন।

ক.২) ইউনিট কমিটি নির্বাচন

ইউনিটের সাধারণ সভায় সরাসরি ইউনিটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জেলা কমিটির নির্বাচনের পূর্বে ইউনিট কমিটি গঠিত হবে। ইউনিট কমিটির কার্যকাল সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর।

ক.৩) ইউনিট কমিটির কার্যাবলি

১) সংশ্লিষ্ট কলেজ/ প্রতিষ্ঠানে সংগঠনের লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্মসূচি প্রচার করবে এবং সদস্যদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে।

২) বার্ষিক সাধারণ সভা, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ও জেলা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলি এবং কর্মসূচি পালন ও প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৩) প্রতি তিনমাসে ইউনিট কমিটির অন্তত একটি সভা এবং বছরে ইউনিটের কর্মতৎপরতার দুটি প্রতিবেদন জেলা কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

৪) সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সম্পাদক তিনদিনের বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সভা এবং ২৪ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে জরুরি সভা আহবান করতে পারবেন।

৫) ইউনিটের বিগত বছরের কর্মতৎপরতা ও পরবর্তী বছরের কর্মসূচি সংবলিত সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং ইউনিটের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করবে।

ক.৪) ইউনিট কমিটির সম্পাদক পদাধিকার বলে জেলা কমিটির সদস্য বিবেচিত হবেন।

ক.৫) ইউনিট কমিটির পদধারী কেউ জেলা কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হলে ইউনিট কমিটির ঐ পদ শূন্য বলে গণ্য হবে।

ক.৬) ইউনিট কমিটির সভায় কো-অপটের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করা হবে।

ক.৭) জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে আলোচনাক্রমে ইউনিট কমিটি বাতিল/কার্যক্রম স্থগিত কিংবা নতুন কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

খ। জেলা কমিটি

প্রতিটি প্রশাসনিক জেলায় বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের একটি জেলা কমিটি থাকবে। জেলার অন্তর্গত সরকারি কলেজ/অফিস, যেখানে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা কর্মরত আছেন, এমন সকল প্রতিষ্ঠান-এর অধীনস্থ হবে। জেলা সদরে জেলা কমিটির স্থায়ী/অস্থায়ী কার্যালয়ের অবস্থান হবে। জেলা কমিটির কার্যকাল হবে দুই বছর।

খ.১) জেলা কমিটির পদবিন্যাস

পদের নাম	সংখ্যা
সভাপতি	০১ জন
সহ-সভাপতি	০২ জন
সম্পাদক	০১ জন
যুগ্ম-সম্পাদক	০১ জন
অর্থসম্পাদক	০১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	০২ জন
দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
তথ্য, গবেষণা ও সেমিনার সম্পাদক	০১ জন
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	০১ জন
নির্বাহী সদস্য	১০ জন (সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে কম বা বেশি হতে পারে)

- ❖ প্রত্যেক ইউনিট কমিটির সম্পাদক পদাধিকার বলে জেলা কমিটির সদস্য বিবেচিত হবেন।
- ❖ জেলা কমিটির পদধারী কেউ কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হলে জেলা কমিটির ঐ পদ শূন্য হবে।
- ❖ জেলা কমিটির সভায় কো-অপট করার মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

খ.২) জেলা কমিটির নির্বাচন

১) সমিতির ইউনিটসমূহের সাধারণ সদস্যদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠিত হবে।

২) জেলা কমিটির মেয়াদ শেষ হবার আগেই জেলা কমিটির নির্বাহী সভায় ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

৩) নির্বাচন কমিশন ২ (দুই) মাসের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও নির্বাচন সম্পন্ন করবে।

৪) নির্বাচন কমিশনের যোগ্যতা ও কাঠামো কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের অনুরূপ হবে।

দুই মাসের মধ্যে জেলা কমিটি গঠিত না হলে কেন্দ্রীয় কমিটির ঐ অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম-সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

খ.৩) জেলা কমিটির কার্যাবলি

১) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি ইউনিটসমূহকে অবহিত করবে এবং তা পালনে ও বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করবে।

২) সাংগঠনিক বিভাগের আওতাধীন কলেজ/ প্রতিষ্ঠান/অফিসে ইউনিট গঠন করবে।

৩) কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে। ইউনিট কমিটির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

৪) স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করবে।

খ.৫) জেলা কমিটি বাতিল

১) নীতিগত প্রশ্নে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত কিংবা পরামর্শ ব্যতিরেকে কার্যক্রম পরিচালনা বা কর্মসূচি গ্রহণ করলে কেন্দ্রীয় কমিটি ঐ জেলা কমিটি বাতিল করতে পারবে।

২) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিপালনে অনীহা কিংবা যে কোনো কারণে যুক্তিযুক্ত মনে করলে কেন্দ্রীয় কমিটি ঐ জেলা কমিটি বাতিল/কার্যক্রম স্থগিত/আহবায়ক কমিটি গঠন কিংবা অন্তর্বর্তী বিশেষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে।

গ. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি

সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য সাধারণ পরিষদের অধীনে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ৯৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে।

সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে অ্যাসোসিয়েশনের অধিক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিতভাবে **১১**টি সাংগঠনিক বিভাগ থাকবে-

সাংগঠনিক বিভাগ	আওতাভুক্ত জেলাসমূহ
ঢাকা মহানগর	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা জেলা (সিটি কর্পোরেশন ব্যতিরেকে)
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ
ফরিদপুর	ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ি ও গোপালগঞ্জ
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি ও কক্সবাজার
কুমিল্লা-নোয়াখালী	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী
রাজশাহী	রাজশাহী , নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট পাবনা ও সিরাজগঞ্জ
রংপুর	রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়
খুলনা	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া
বরিশাল	বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, বরগুনা ও পটুয়াখালী
সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ

গ.১) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পদবিন্যাস

ক্রমিক	পদের নাম	সংখ্যা
১	সভাপতি	০১ জন
২	সহ-সভাপতি	১২ জন (১ জন মহিলা)
৩	সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
৪	যুগ্ম-সম্পাদক	১২ জন (১ জন মহিলা)
৫	অর্থসম্পাদক	০১ জন
৬	সাংগঠনিক সম্পাদক	১২ জন (১ জন মহিলা)
৭	প্রচার সম্পাদক	০১ জন
৮	দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
৯	আইন সম্পাদক	০১ জন
১০	প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
১১	তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	০১ জন
১২	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন
১৩	আন্তর্জাতিক সম্পাদক	০১ জন
১৪	সেমিনার সম্পাদক	০১ জন
১৫	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	০১ জন
১৬	সহ-অর্থসম্পাদক	০১ জন
১৭	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	০১ জন
১৮	সহ-প্রচার সম্পাদক	০১ জন
১৯	সহ-দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
২০	সহ-আইন সম্পাদক	০১ জন
২১	সহ-প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
২২	সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	০১ জন
২৩	সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন
২৪	সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক	০১ জন
২৫	সহ-সেমিনার সম্পাদক	০১ জন
২৬	সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক	০১ জন
২৭	নির্বাহী সদস্য	৩৭ জন

গ.২) সাংগঠনিক বিভাগসমূহে নির্বাহী সদস্যসংখ্যা

ঢাকা মহানগর	০৬ জন		ময়মনসিংহ	০৩ জন
ঢাকা	০৩ জন		সিলেট	০২ জন
ফরিদপুর	০২ জন		বরিশাল	০৩ জন
রাজশাহী	০৫ জন		চট্টগ্রাম	০২জন
রংপুর	০৩ জন		কুমিল্লা-নেয়াখালী	০৩ জন
খুলনা	০৫ জন			

গ.৩ সংগঠনের সদ্যবিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে নতুন কমিটিতে ১ ও ২ নং সদস্য হবেন।

ধারা-৭: কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলি

ক) সমিতির কার্য পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে।

খ) সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও সমিতির মূল লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকবে।

গ) সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

ঘ) সাধারণ সদস্যভুক্তি অনুমোদন করবে। ইউনিট কমিটি এবং জেলা কমিটি ও অনুমোদন করবে। প্রয়োজনবোধে জেলা কমিটি ও ইউনিট কমিটি বাতিল করে এডহক কমিটি গঠন করতে পারবে।

ঙ) সমিতির তহবিল সংগ্রহ করবে এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।

চ) সাধারণ সভা, জাতীয় সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করবে।

ছ) শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও কমিটি গঠন করবে।

জ) কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

ঝ) প্রতি তিন মাসে অন্তত একটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ঞ) সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদক ১৫ (পনের) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করতে পারবেন।

ট) ০৩ (তিন) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরি সভা আহবান করা যাবে। প্রয়োজনে ভার্চুয়াল সভা আহবান করা যাবে।

ধারা- ৮ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. সভাপতি

সভাপতি সমিতির প্রধান হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সাধারণ সভা/সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি মহাসচিবের সাথে যৌথভাবে বিবৃতি প্রদান ও বিভিন্ন ফোরামে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করবেন। কখনও অচলাবস্থা দেখা দিলে তা নিরসনে তিনি কাস্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন।

২. সহ-সভাপতি

সহ-সভাপতিগণ অ্যাসোসিয়েশনের সকল কাজে সভাপতিকে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৩. সাধারণ সম্পাদক

সাধারণ সম্পাদক সমিতির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সকল সভা আহবান করবেন। তিনি সভায় সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করবেন। তিনি সভাপতির সাথে যৌথভাবে বিবৃতি প্রদান ও বিভিন্ন ফোরামে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করবেন। তিনি বিভাগীয় সম্পাদকদের কর্মতৎপরতার সমন্বয় করবেন ও প্রয়োজনে সম্পাদকগণের দায়িত্ব পুনর্বন্টন করবেন।

৪. যুগ্ম-সম্পাদক

যুগ্মসম্পাদকগণ অ্যাসোসিয়েশনের সকল কাজে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা প্রদান করবেন। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক অর্পিত যে কোনো বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন। ভারপ্রাপ্ত হলে সাধারণ সম্পাদকের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া যুগ্ম-সম্পাদকগণ নিজ নিজ বিভাগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সদস্যবৃন্দ ও জেলা সম্পাদকগণের সহায়তায় কেন্দ্রের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি, কার্যক্রম ও সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে কাজের সমন্বয় ও সফল করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন। সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ মোতাবেক আঞ্চলিক জেলাসমূহের সম্মেলন ও নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর বিভাগের সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করবেন।

৫. অর্থ সম্পাদক
অর্থসম্পাদক সংগঠনের সকল আয় ব্যয়ের হিসাব এবং সংগঠনের ব্যংকহিসাব পরিচালনা, আয়-ব্যয় সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় আয় ও ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট পেশ করবেন।

৬. সাংগঠনিক সম্পাদক
সাংগঠনিক সম্পাদকগণ নিজ নিজ বিভাগের অন্তর্গত কলেজ/ অফিস ইউনিট কমিটি গঠনে আঞ্চলিক কমিটির কর্মতৎপরতা তদারকির পাশাপাশি সংগঠনকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন এবং এ সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রতি তিন মাস অন্তর সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করবেন।

৭. প্রচার সম্পাদক
সংগঠনের কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড প্রচারের লক্ষ্যে সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভার চিঠি ও রেজুলেশন এবং অন্যান্য কাগজপত্র সদস্যদের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা নেবেন। সাধারণ সভা/ সম্মেলন ও সেমিনারের চিঠিপত্র ও সভার রেজুলেশন, বুলেটিন প্রেরণ,পত্রিকায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ ও সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাসহ সকল প্রচার কর্মকাণ্ডে সমন্বয় করবেন এবং প্রচারিত কাগজপত্রসমূহ ফাইলে সংরক্ষণ করবেন।

৮. দপ্তর সম্পাদক
সংগঠনের অফিস ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন। সমিতির সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী, উপস্থিতিপত্র, সংবিধান, মামলা এবং দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র ও বিভিন্ন প্রকাশনাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ দলিলের জন্যে আলাদা আলাদা ফাইল সংরক্ষণ করবেন। ইউনিট কমিটি ও জেলা কমিটির তালিকা এবং কর্মকর্তাদের ঠিকানা সংবলিত আলাদা রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। তাছাড়া তিনি নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৯. আইন সম্পাদক
সদস্যদের আইনগত স্বার্থ সংরক্ষণ ও এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফাইলে সংরক্ষণ করবেন।

১০. প্রকাশনা সম্পাদক
সংগঠনের প্রকাশনা সম্পর্কিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন।

১১. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
চাকুরির বিধি-বিধান, প্রজ্ঞাপন, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, অন্য ক্যাডার ও চাকুরি সম্পর্কিত তথ্যাদি, চাকুরির সুযোগ সুবিধা, দাবি দাওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি ও দাবিনামা প্রণয়ন, শিক্ষা ও শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যা ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন।

১২. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
সমিতির সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন।

১৩. আন্তর্জাতিক সম্পাদক
দেশ বিদেশের শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

১৪. সেমিনার সম্পাদক
শিক্ষা ও শিক্ষা ক্যাডর সম্পর্কিত বিষয়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের উদ্যোগ নেবেন।

১৫. সমাজকল্যাণ সম্পাদক
সমিতির সভা, সম্মেলন/ সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম সদস্যদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া সমিতির সদস্য ও সদস্যদের পরিবারের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি নেবেন এবং যে কোনো জাতীয় দুযোর্গময় পরিস্থিতিতে ত্রাণকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬. সহ-সম্পাদকবৃন্দ
সহ-অর্থসম্পাদক, সহ-প্রচার সম্পাদক, সহ-দপ্তর সম্পাদক, সহ-আইন সম্পাদক, সহ-প্রকাশনা সম্পাদক, সহ-তথ্যা ও গবেষণা সম্পাদক, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক, সহ-সেমিনার সম্পাদক, সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদকগণ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সংশ্লিষ্ট সম্পাদকগণের নির্ধারিত কাজে সহায়তা প্রদান ছাড়াও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

১৭. নির্বাহী সদস্য
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ সংগঠনের সকল কাজে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা দেবেন। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক অর্পিত যে-কোনো বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-৯ঃ

ক. কেন্দ্রীয় **কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন**

ক.১) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে।

ক.২) নির্বাচন ব্যালটের মাধ্যমে অথবা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে।

ক.৩) নির্বাচনের তারিখ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

ক.৪) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ অন্যান্য সম্পাদক এবং সহ-সম্পাদকগণ সারা দেশের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

ক.৫) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

ক.৬) প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে ভোট কেন্দ্র গঠিত হবে। জেলার বিভিন্ন কলেজ/ অফিসে কর্মরত সদস্যগণ সেখানে ভোট দেবেন।

ক.৭) জেলা কমিটির সুপারিশে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে পরামর্শ করে নির্বাচন কমিশন জেলায় একাধিক কেন্দ্র খুলতে পারবেন।

ক.৮) সমিতির সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনমোদনক্রমে নির্বাচন পরিচলনার জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন।

ক.৯) একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সর্বোচ্চ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। প্রার্থী নন এরূপ (কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত) অধ্যাপক পর্যায়ের কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হবেন।

ক.১০) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তত ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে।

৯.১১) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ন্যূনতম ৩০দিন আগে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। সংশোধনের জন্য ৩ (তিন) দিন সময় থাকবে।

ক.১২) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে। মনোনয়নপত্র বিক্রয় ও জমাদানের জন্য ৩ (তিন) দিন সময় থাকবে ।

ক.১৩) নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীগণ সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে একজন প্রস্তাবক ও একজন সমর্থক কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্ধারিত মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এবং দুই জন সদস্যের প্রতিস্বাক্ষরে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন।

ক.১৪) নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা নির্বাচনের অন্তত ২৫ (পঁচিশ) দিন পূর্বে ঘোষণা করবে।

ক.১৫) একজন সদস্য একটি মাত্র পদের প্রার্থী হতে পারবেন এবং প্রত্যেক ভোটার সদস্য একটি পদের জন্য একটি ভোট দিতে পারবেন। তবে নির্বাহী সদস্য পদে সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক বিভাগের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক পদে ভোট দিতে পারবেন।

ক.১৬) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কোনো সদস্য পরপর দুই বারের বেশি একই পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ক.১৭) কোনো পদের জন্য মাত্র একজন প্রার্থী থাকলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন।

খ. কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনের জন্য ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা

খ.১) নির্ধারিত সদস্যচাঁদা হালনাগাদ পরিশোধিত থাকতে হবে।

খ.২) অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মিত সদস্য হতে হবে।

খ.৩) ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

খ.৪) চাকুরী স্থায়ীকরণ না হলে কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না।

খ.৫) সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থিতার জন্য ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার হতে হবে।

খ.৬) অন্যান্য সকল পদে প্রার্থী হবার জন্য প্রভাষক থেকে তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তারা যোগ্য বিবেচিত হবেন। তবে *অধ্যাপক* পদমর্যাদার কর্মকর্তা*গণ নির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচন করতে পারবেন না।*

গ. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ

দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে দুই বছর। বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে কেন্দ্রীয় কমিটি ২মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। ২মাস সময় উত্তীর্ণ হলে কেন্দ্রীয় কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে। এমতাবস্থায় সদ্যবিলুপ্ত কমিটির সভাপতিকে আহবায়ক ও সাধারণ সম্পাদককে সদস্যসচিব করে সহ-সভাপতিগণ, যুগ্ম-সম্পাদকগণ ও অর্থসম্পাদকের সমন্বয়ে আহবায়ক কমিটি গঠিত হবে। আহবায়ক কমিটি সর্বোচ্চ ৩০দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। আহবায়ক কমিটি কমিশন গঠনে ব্যর্থ হলে কমিটির আহবায়ক পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ১৫ দিনের নোটিশে সাধারণ সভা আহবান করবেন। আহবায়ক নির্ধারিত সময়ে সাধারণ সভা আহবান না করলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির মহাপরিচালক ও ঢাকা শহরের ৭টি (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক বাছাইকৃত) কলেজের অধ্যক্ষগণকে সম্পৃক্ত করে আয়োজক কমিটি গঠন করবেন এবং সাধারণ সভা আহবান করবেন। সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ধারা-১০: সভাসমূহ

ক.) বার্ষিক সাধারণ সভা

সাধারণ সভা অ্যাসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ হিসেবে গণ্য হবে। প্রতি বছর অন্তত একবার অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কোরামের জন্য ১২০০(একহাজার দুইশত) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সভার তারিখ, সময় ও স্থান জেলা কমিটি এবং ইউনিটসমূহকে জানাবেন। সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত বিষয় আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকবে–

১. সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী
২. কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক অডিট রিপোর্ট সংবলিত আয়-ব্যয়ের হিসাব
৩. পরবর্তী বছরর সম্ভাব্য
৪. গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনী
৫. বিগত বছরের কার্যাবলির পর্যালোচনা ও নতুন কর্মসূচি
৬. বিবিধি

খ.) বিশেষ সাধারণ সভা

সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনা করে ২১ (একুশ) দিনের নোটিশে সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করতে পারবেন। উক্ত সভায় কোরামের জন্য ন্যূনপক্ষে ৮০০ (আটশত) সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে। বিশেষ আলোচ্যসূচি সম্পর্কে এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

গ.) জরুরি সাধারণ সভা

জরুরি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সম্পাদক সভাপতির অনুমোদনক্রমে ০৩ (তিন) দিনের নোটিশে জরুরি সভা আহবান করতে পারবেন। ন্যূনপক্ষে ৬০০ (ছয় শত) সদস্যের উপস্থিতির এই সভার কোরাম হবে।

ঘ.) তলবি সভা

ন্যূনপক্ষে ৫০০ (পাঁচশত) সদস্যের সুনির্দিষ্ট লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে সভাপতির সাথে আলোচনা করে সাধারণ সম্পাদক উক্ত অনুরোধ প্রাপ্তির সাতদিনের মধ্যে পনেরদিনের নোটিশে অ্যাসোসিয়েশনের তলবি সভা আহবান করবেন। সাধারণ সম্পাদক উল্লিখিত সভা সাতদিনের মধ্যে আহবান করতে ব্যর্থ হলে উক্ত সংখ্যক সদস্য সাত দিনের নোটিশে ঐ সভা আহবান করতে পারবেন। এই সভায় কোরামের জন্য মোট ৫০০ (পাঁচশত) সদস্যের প্রয়োজন হবে।

ঙ.) সমন্বয় সভা

বছরে অন্তত দুবার সকল জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকগণের সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাপূর্বক আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করে সভা আহবান করবেন। এক্ষত্রে সরাসরি বা ভার্চুয়াল সভা আহবান করা যাবে।

ধারা-১১:

ক. অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল সংগ্রহ

অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল নিম্নলিখিত উপায়ে সংগৃহীত হবে–

ক.১) বার্ষিক চাঁদা, আজীবন চাঁদা।

ক.২) সম্মেলন ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি কিংবা অন্য বিশেষ ফি যা কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ধার্যকৃত।

ক.৩) বার্ষিক বা সাময়িকী প্রকাশ হতে শুভেচ্ছা মূল্য ও বিজ্ঞাপন হতে আয়।

ক.৪) শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহের জন্য সদস্যদের নিকট হতে চাঁদা বা অনুদান।

ক.৫) বিশেষ অবস্থায় শিক্ষকদের সাহায্য ও কল্যাণার্থে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বা অনুদান।

ক.৬) শিক্ষামন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান এবং কলেজসমূহ হতে প্রাপ্ত অনুদান।

ক.৭) কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদিত অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত অর্থ।

খ. অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল ব্যয়

অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল নিম্নলিখিত খাতে ব্যয়িত হবে–

খ.১) বার্ষিক চাঁদা, সম্মেলন ফি, সেমিনার ফি ও বিশেষ ফি ঐসব কাজে কিংবা সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, সংবাদ বুলেটিন, বার্ষিকী ও সাময়িকী প্রকাশনা ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যাবে।

খ.২) আজীবন সদস্য চাঁদা আলাদা খাতে রাখতে হবে। অ্যাসোসিয়েশনেরকেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে এই অর্থ ব্যয় করা যাবে।

খ.৩) শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউট এর জন্য আদায়কৃত চাঁদা শুধুমাত্র শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউট এর কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা যাবে। শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউটের জন্য আলাদা ব্যাংক হিসাব থাকবে। বিশেষ প্রয়োজনে এই তহবিলের টাকা অন্য খাতে খরচের জন্য ধার হিসেবে গ্রহণ করতে অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।

গ. তহবিল পরিচালনা

অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল নিম্নলিখিত উপায়ে পরিচালিত হবে–

গ.১) সমিতির সাধারণ তহবিল সঞ্চয়ী হিসাবে ঢাকাস্থ সরকারি কোনো তফসিলি ব্যাংকে পরিচালিত হবে।

গ.২) অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/অর্থ সম্পাদকের নামে ব্যাংক হিসাবসমূহ খোলা হবে। অর্থ সম্পাদকসহ যে কোনো দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

ধারা-১২: অনাস্থা প্রস্তাব

অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধানপরিপন্থী অথবা অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোনো সদস্য অথবা সকল সদস্যের বিরুদ্ধে একসঙ্গে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে। উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবের জন্যে মোট ৫০০ (পাঁচশত) সদস্যের সম্মিলিত আবেদন লিখিতভাবে সভাপতির নিকট পেশ করতে হবে। এই আবেদন প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে পনেরদিনের নোটিশে একটি তলবি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

ধারা-১৩: সাধারণ সদস্যপদ স্থগিত/ বাতিল

কোনো কর্মকর্তা বা সদস্য যদি অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করেন অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তা হলে অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী সাধারণ সভায় তাঁর সদস্যপদ বাতিলসহ যে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি বিবেচিত হলে সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে সভাপতি সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে তাঁর সদস্যপদ স্থগিত করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে কেন্দ্রীয় সভায় ও পরবর্তীতে সাধারণ সভায় বিষয়টি অবশ্যই উত্থাপন এবং বহিষ্কারাদেশ অনুমোদন করতে হবে।

ধারা-১৪: ক. পদত্যাগ

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোনো কর্মকর্তা বা সদস্য ১৫ (পনের)দিনের নোটিশে সভাপতির নিকট স্বহস্তে লিখিত পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত পদত্যাগপত্র মঞ্জুর না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

খ. কেন্দ্রীয় কমিটির শূন্যপদ পূরণ

যে কোনো কারণে সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদকের পদ শূন্য হলে ঢাকা মহানগরের সহ-সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদক যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেব দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের মেয়াদ ৬ মাসের অধিক হলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। যে কোনো সম্পাদক পদ শূন্য হলে সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

ধারা-১৫: গঠনতন্ত্র সংশোধন

অ্যাসোসিয়েশনের যে-কোনো সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবেন। সংশোধনী প্রস্তাবের অনুলিপি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সাধারণ সম্পাদকের নিকট পাঠাতে হবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় কমিটি সাব-কমিটি গঠনের মাধ্যমেও গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব সাধারণ সভায় পেশ করতে পারবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হবে।

ধারা-১৬: গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদক্রমে সংবিধানের অন্তর্গত বিধিসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন এবং উক্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা-১৭: চিরাচরিত বিধি

এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয় নাই এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তা চিরাচরিত বিধি (Conventions) অনুসারে সমাধান করতে পারবে।

ধারা:-১৮: কল্যাণ তহবিল গঠন ও পরিচালনা

গঠনতন্ত্রের ধারা ৪ এ উল্লিখিত সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য ধারার বুলেট ক.১৫ এর আওতায় 'বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন কল্যাণ তহবিল' গঠন করা হবে। এই কল্যাণ তহবিলের সামগ্রিক বিষয়াদি 'বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন কল্যাণ তহবিল নীতিমালা' দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।